কলকাতা উচ্চ আদালতে

(দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র)

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১৪ সালের সিও ৩৫১৬

রামানন্দ সাহানা এবং অন্যান্য

বনাম

পার্থ দান এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী কৌস্তব চন্দ্র দাস, উকিল
ও. পি. নম্বর ৫ ও ৬-এর জন্যঃ	শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী
	শ্রী বোধিসত্ত্ব চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী
	শ্রী আর্ঘদীপ দাস, আইনজীবী
১ নং ও. পি-র জন্যঃ	আইনজ্ঞ শ্রীমান এম. পি. গুপ্ত,
	আইনজ্ঞ শ্রীমান শমিক বাগচি,

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ৩১শে জুলাই, ২০২৩

রায়; **২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩**

বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :

১. ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৭-এর অধীনে এই আবেদনটি আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা ২০১৪-র ৪১ নম্বর শিরোনাম মামলায় (২০০৮-এর টি. এস. নং ৩২৫৭) দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরে ৯ম দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) কর্তৃক ২ "৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে গৃহীত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যা মামলায় ৩ থেকে ৬ নম্বর আসামী হিসাবে সাজানো হয়েছে।

২. সুবিধার জন্য এই কার্যধারার পক্ষগুলিকে মোকদ্দমায় সাজানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, বাদীরা ট্রাস্টিদের পক্ষে ২৩শে এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে সম্পাদিত দলিল বিক্রির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি দায়ের করেন খুশবিন্দর সিং এবং নিলু কৌরের।

বাদীদের মতে, নিবন্ধিত দলিল যার মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছিল তা একটি অকার্যকর নথি। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বাদী নং ৩ বাদী নং ১-এর মা এবং বিবাদী নং ৪ থেকে ৬-এর বোন। বাদী নং ১ এবং ৩ মামলা সম্পত্তির অংশের ক্ষেত্রে অনুমোদিত দখলে ছিল। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা বিক্রির পরে অনধিকার প্রবেশকারীর অবস্থানে পরিবর্তিত হয়েছে।

৪. বাদী নং ২, সমীর কুমার সাহানা, একজন পাগলাটে এবং তার কোনও পার্থিব জ্ঞান নেই। যেহেতু বাদী নং ১ এবং ৩-এর মামলাটি বজায় রাখার কোনও অধিকার ছিল না, তাই তারা জালিয়াতি অনুশীলন করে, সমীর কুমার সাহানার নাম ব্যবহার করে এবং তাকে বাদী নং ২ হিসাবে চিত্রিত করে। অভিযোগের উপর বাদী নং ২-এর কথিত স্বাক্ষর জাল। বিবাদীরা জ্ঞানী ট্রায়াল কোর্টের সামনে বাদী নং ২-কে হাজির করার নির্দেশ চেয়ে সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ ৫ নিয়ম ৩-এর অধীনে আবেদন দায়ের করেছিল। কিন্তু আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৫. এর ফলে বিবাদীরা ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনটি করেছিল যা কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ (মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন) দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে "তবে, এই আদেশ বাদীদের কোনও ত্রুটি থাকলে তা নিরাময় করতে বাধা দেবে না।"

৬. এরপর বাদী নং ১, অতিরিক্ত যাচাইকরণ এবং অতিরিক্ত হলফনামাকে আবেদনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ২০১৩ সালের ১৭ জানুয়ারি একটি আবেদন জমা দেন।

৭. বিবাদীরা আবেদনের বিরোধিতা করে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VI বিধি ১৬ এর অধীনে আরজি থেকে কিছু অভিযোগ বাদ দেওয়ার জন্য আরও দুটি আবেদন দায়ের করে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ 1 বিধি ১০ (২) এর অধীনে বাদী নং ১ ব্যতীত বাদীদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য একটি আবেদন করে।

৮. সাধারণ আদেশে মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করে। বাদী নং ১-এর আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং অতিরিক্ত হলফনামাটি অভিযোগের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৬ এবং আদেশ ১ বিধি ১০ (২)-এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৯. বিবাদী আবেদনকারীদের আইনজীবী জনাব কৌস্তব চন্দ্র দাস এবং বাদী পক্ষের ২ নং পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এম. পি. গুপ্ত এবং বিপরীত পক্ষের ৫ ও ৬ নম্বর পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় মুখার্জির কথা শুনেছি।

১০. আবেদনকারীদের আইনজীবী শ্রী কৌস্তব কুমার দাস কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে বাদী নং ১ আদালতে জালিয়াতি অনুশীলন করে এবং বাদী নং ২-এর নাম শিরোনামে প্রতারণামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যখন এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে বাদী হিসাবে কোনও ট্রাস্টির অনুপস্থিতিতে মামলাটি বজায় রাখা যাবে না।

১১. বাদী নং ২, শ্রী দাসের যুক্তি, তিনি পাগল, জন্ম থেকেই তিনি কোদারমায় অবস্থান করছেন এবং তিনি বকালতনামা কার্যকর করতে পারতেন না। তাঁর স্বাক্ষর বাদী নং ১ দ্বারা জাল করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর নাম অভিযোগের কারণ শিরোনামে হাতে ঢোকানো হয়েছিল। এইভাবে বাদী নং ১ আদালতে জালিয়াতি অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী দাস আমাকে কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত আদেশ দেখান যা আদালতে প্রচলিত "বিশাল জালিয়াতি" নির্দেশ করে।

১২. শ্রী এম. পি. গুপ্তের এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে-এর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বিপরীত পক্ষ নং ২ বলেন যে বাদী নম্বর ১,২,৩ এবং ৪

যৌথভাবে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। এটা সত্য যে, ২০১২ সালের ৩৯৬৯ নং সি. ও. বিবেচনা করার সময়, মহামান্য সমন্বয় বেঞ্চ একটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই মামলাটি পার্থ দান দ্বারা দায়ের করা হয়েছে বলে মনে হয় এবং এই নির্দেশ অনুসারে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে তা নিরাময়ের জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, বাদী পার্থ দান আবেদনটি দায়ের করেছিলেন এবং অতিরিক্ত যাচাইকরণ এবং অতিরিক্ত হলফনামা জমা দিয়েছিলেন যাতে অভিযোগের অংশ হিসাবে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত অতিরিক্ত যাচাইকরণকে বিবেচনা করা যায় এবং অনুরোধটি অনুমোদিত হয়। বিতর্কিত আদেশগুলি পাস করে মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট কোনও এক্তিয়ারগত ত্রুটি করেনি। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে বাদী নং ২ পাগলাটে কিনা তা সত্যের প্রশ্ন নয়, যা বাদী নং ২-কে পাগলাটে হিসাবে চিত্রিত করা বিবাদীদের দ্বারা প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করতে হবে।

১৩. শ্রীমান গুপ্তের মতে, বাদী নং ১-এর অতিরিক্ত যাচাইকরণ বা হলফনামা দাখিল করার কোনও কারণ ছিল না। সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ ৬-এর নিয়ম ১৫-এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিগত আদেশ অনুসরণ করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

১৪. ১ ও ২ নং বিবাদীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় মুখার্জি বলেন যে, বিদ্বান বিচার আদালতে জালিয়াতি করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সংশোধনের কোনও আনুষ্ঠানিক আদেশ ব্যতীত বাদী নং ২-এর নাম হাত দিয়ে অভিযোগের শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। মামলাটি চলমান রাখার জন্য বাদী নং ১-এর পক্ষ থেকে এটি হতাশার কাজ।।

১৫. রেকর্ড থেকে দেখা যায়, আসামীরা বিজ্ঞ বিচার আদালতের কাছে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ V। বিধি ১৬ এর অধীনে আবেদনের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, ঠিক এই কারণে যে বাদী নং ২ পাগল, তাই ৪, ৫, ৬, ৯, ১০ এবং ১১ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১৬. *নিয়ম ১৬ এর VI :-*

"আদেশ VI নিয়ম ১৬ সিপিসি-যুক্তিগুলি কার্যকর করা

কোড অফ সিউইল প্রসিডিউর ১৯০৮-এর আদেশ ৬ নিয়ম ১৬-যুক্তি তুলে ধরা

আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও আবেদনে যে কোনও বিষয় বাতিল বা সংশোধন করার আদেশ দিতে পারে-

(ক) যা অপ্রয়োজনীয়, কলঙ্কজনক, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর হতে পারে,

(খ) যা মোকদ্দমার ন্যায্য বিচারকে কুসংস্কার, বিব্রত বা বিলম্বিত করতে পারে, অথবা

(গ) যা অন্যথায় আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

১৭. দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ আদেশের ১৬ নম্বর বিধির উদ্দেশ্য হল, কোনও মামলার পক্ষকে তার প্রতিপক্ষকে বিব্রত না করে বোধগম্য আকারে আবেদন পেশ করা। এটি এক ধরনের অসাধারণ ক্ষমতা যার জন্য চরম যত্ন ও সতর্কতা এবং সেইসাথে সতর্কতার প্রয়োজন।

১৮. আদালত এই অসাধারণ এক্তিয়ার প্রয়োগ করবে যদি তারা মনে করে যে আবেদনগুলি অপ্রয়োজনীয়, কলঙ্কজনক, তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর বা ন্যায্য বিচারকে বিব্রত, কুসংস্কার বা বিলম্বিত করার প্রবণতা বা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের প্রকাশ।

১৯. সাধারণত, আদালত পক্ষগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে না যে কি যুক্তি হওয়া উচিত এবং কিভাবে এটি প্রস্তুত করা উচিত।

২০. যদি নিয়ম ১৬-এর অধীনে নির্ধারিত পয়েন্টগুলি লঙ্ঘন না করা হয়, তবে পক্ষগুলি -এর বক্তব্যের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত বিষয় উত্থাপন করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

২১. এই বাদীপত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ আদেশের বিধি ১৬-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

২২. যতদূর আবেদন যাচাইয়ের বিষয়টি সম্পর্কিত, এটি একটি আবেদন দাখিল করে করা যেত না, এটি আবেদনের অংশ তবে একই সাথে ষষ্ঠ আদেশের ১৫ নং নিয়মে বলা হয়েছে যে মামলার তথ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আদালতের সন্তুষ্টির আগে প্রমাণিত কোনও পক্ষ বা কোনও পক্ষ বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা আবেদনগুলি যাচাই করা হবে এবং আবেদন যাচাইকারী ব্যক্তিকে তার আবেদনের সমর্থনে একটি হলফনামাও দেওয়া হয়েছিল।

২৩. সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ ৫ নিয়ম ১৫-এ বলা হয়েছেঃ-

> "**আদেশ ৫**-সমন জারি এবং পরিষেবা
>
> ১৫. যেক্ষেত্রে বিবাদীর পরিবারের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারেঃ-যে ক্ষেত্রে কোনও মামলায় বিবাদী তার বাসভবনে সমন জারি করার সময় তার বাসভবন থেকে অনুপস্থিত থাকে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাকে বাসভবনে পাওয়া যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না এবং তার পক্ষে সমন গ্রহণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও প্রতিনিধি নেই, সেই ক্ষেত্রে মামলার যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে।"

২৪. পরিবার, পুরুষ বা মহিলা যাই হোক না কেন, যারা তার সাথে বসবাস করছে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে, প্রতিটি আবেদন অবশ্যই পক্ষ বা কোনও পক্ষ বা উকিলের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। প্রতিটি আবেদন অবশ্যই পক্ষ বা কোনও পক্ষের দ্বারা যাচাই করা আবশ্যক। যাচাইকরণ অবশ্যই একটি হলফনামায় স্বাক্ষরিত হতে হবে। আবেদনগুলি যাচাইকারী ব্যক্তিকেও আবেদনের সমর্থনে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে। স্বাক্ষর এবং আবেদনের যাচাইকরণের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি নিছক অনিয়ম এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে মামলার পরবর্তী পর্যায়ে নিরাময় করা যেতে পারে। মামলাটি খারিজ করা যায় না বা পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল আদেশ পাস করা যায় না। যাচাইকরণে স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা অনিয়ম।

২৯. অভিযোগপত্রে সংযুক্ত যাচাইকরণ যদি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আবেদনের কোনও পক্ষ দ্বারা করা হয় তবে এটি মারাত্মক বলে মনে করা যায় না। যদি আবেদন যাচাইকারী ব্যক্তি এই বিবৃতি না দেন যে তিনি সমস্ত বাদীদের পক্ষ থেকে এবং তাদের অনুমোদনের সাথে পিটিশনে স্বাক্ষর করছেন, তবে এটি নিছক অনিয়ম এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত পরবর্তী যাচাইকরণের মাধ্যমে এটিকে নিয়মিত করা যেতে পারে যা এই ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

২৬. **সালেম অ্যাডভোকেটে বার অ্যাসোসিয়েশন (২) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া রিপোর্টে (২০০৫) ৬ এস. সি. সি. ৩৪৪** মাননীয়া শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> "আবেদনের সমর্থনে হলফনামা দাখিলের প্রয়োজনীয়তা অবৈধ এবং অপ্রয়োজনীয় নয়। একই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রতিনিধির উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব নির্ধারণের প্রভাব রয়েছে আবেদনে বলা হয়েছে। "

২৭. **সতী বিজয় কুমার বনাম টোটা সিং ২০০৭ সালে এয়ার এসসিডাব্লিউ ৩০৪**-এ রিপোর্ট করেছেন, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেনঃ-

> "৩২. একই সময়ে, এটি উপেক্ষা করা যায় না যে, সাধারণত কোনও আদালত পক্ষগুলিকে কীভাবে তাদের যুক্তি প্রস্তুত করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে না। যদি পক্ষগুলি যুক্তি তৈরি করে বা যুক্তিসঙ্গত বিষয় উত্থাপন করে আবেদনের নিয়মগুলিকে আঘাত না করে থাকে, তবে আদালত যুক্তিগুলি বাতিল করার আদেশ দেবে না। যুক্তিগুলি কার্যকর করার ক্ষমতাটি অস্বাভাবিক প্রকৃতির এবং আদালতকে অবশ্যই সংযতভাবে এবং অত্যন্ত যত্ন, সতর্কতা এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে [*রূপ লাল বনাম নাছতার সিং, (১৯৮২) ৩ এসসিসি ৪৮৭: এআইআর ১৯৮২ এসসি ১৫৫৯; কে. কে. মোদী বনাম কে. এন. মোড়্ট, (১৯৯৮) ৩ এসসিসি ৫৭৩: এআইআর ১৯৯৮ এসসি ১২৯৭; ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বনাম নরেশ কুমার (১৯৯৬): এসসিসি ৬৬০: এস. সি. ৩]*"

২৮. রুপে লাল সাথী বনাম নাচ্ছত্তর সিং এ. আই. আর-এ রিপোর্ট করেছেন ১৯৮২ এসসি ১৫৫৯ মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"২০. নির্বাচন আবেদনের ৪ থেকে ১৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করার নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছে, তা সমর্থন করা যায় না। এই আদেশ থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে, হাইকোর্ট আদেশ ৭, আর. ২ (এ) অথবা কোডের আদেশ ৬, নিয়ম ১৬-এর অধীনে যে আদেশ দিয়েছে, তার অধীনে কাজ করেছে। এটি যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, হাইকোর্ট কোডের আদেশ ৭, নিয়ম. ২(এ) আদেশের অধীনে কাজ করতে পারত না। যেখানে বাদী কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে না, সেখানে আদেশ ৭, নিয়ম ২(এ)-এর অধীনে অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা আদালতের উপর বাধ্যতামূলক। দেওয়ানি কার্যবিধি ২য় (ক), কিন্তু এই নিয়মটি অভিযোগের কোনও নির্দিষ্ট অংশের প্রত্যাখ্যানের ন্যায্যতা দেয় নাঃ মুল্লার সিভিল প্রসিডিউর কোড, ১৩তম সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫৫। অতএব, হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত আদেশটি কোডের ৬ষ্ঠ, ধারা ১৬-এর অধীনে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ পড়েঃ

> *"১৬. আবেদন বাতিল-আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও আবেদনের যে কোনও বিষয় বাতিল বা সংশোধন করার আদেশ দিতে পারে-*
>
> *(ক) যা অপ্রয়োজনীয়, কলঙ্কজনক, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর হতে পারে, অথবা*
>
> *(খ) যা মোকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারকে পক্ষপাত, বিব্রত বা বিলম্বিত করতে পারে, অথবা*
>
> *(গ) যা অন্যথায় প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার আদালত। "*

২৯. **অজয় অর্জুন সিং বনাম শারদেন্দু তিওয়ারি ২০১৬ সালের এ. আই. আর এস. সি ৪০৮৭-তে** রিপোর্ট করেছেন, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেনঃ-

"৫. এই আবেদনে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন পরীক্ষা করার আগে, আমরা ষষ্ঠ আদেশ, বিধি ১৬-এর পরিকল্পনা পরীক্ষা করা লাভজনক বলে মনে করি।

"১৬. আপিল খারিজ করা-আদালত -এর যে কোনও পর্যায়ে আবেদন করতে পারে। কার্যধারার আদেশ যে কোনও আবেদনে যে কোনও বিষয় বাতিল বা সংশোধন করা হবে-

(ক) যা অপ্রয়োজনীয়, কলঙ্কজনক, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর হতে পারে, অথবা

(খ) যা মোকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারকে পক্ষপাত, বিব্রত বা বিলম্বিত করতে পারে, অথবা

(গ) যা অন্যথায় আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

এটি আদালতকে (ক), (খ) এবং (গ) ধারার অধীনে নির্দিষ্ট ভিত্তিতে তার আগে যে কোনও আবেদনের যে কোনও বিষয় বাতিল করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, (ক) ধারা আদালতকে (i) অপ্রয়োজনীয়, (এটি) কলঙ্কজনক, (টিটি) তুচ্ছ, (টিভি) বিরক্তিকর এমন আবেদনগুলি বাতিল করার ক্ষমতা দেয়। যদি কোনও আবেদন বা তার অংশকে অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিল করতে হয়, তবে সেই আবেদনে থাকা অভিযোগটি এই বিভাগের অধীনে চাওয়া প্রতিকার প্রদানের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় কিনা তা পরীক্ষা করা হবে। অভিযোগগুলি যা পতনের কার্যধারায় চাওয়া প্রতিকারের সাথে সম্পর্কিত নয়। একইভাবে, যদি কোনও আবেদনকে কলঙ্কজনক বলে বাতিল করতে হয়, তবে আদালতকে অবশ্যই প্রথমে তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করতে হবে যে আবেদনটি আইনি অর্থে কলঙ্কজনক এবং তারপরে কার্যধারায় চাওয়া প্রতিকারের প্রকৃতি বিবেচনা করে এই ধরনের কলঙ্কজনক অভিযোগ আহ্বান করা হয়েছে বা প্রয়োজনীয় কিনা তা তদন্ত করতে হবে। ধারা (সি) টি-এর অধীনে আদালতের কর্তৃত্ব আরও বিস্তৃত। স্পষ্টতই, এই ধরনের কর্তৃত্ব অবশ্যই দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পরিমাপ এবং কিছু যুক্তিসঙ্গত নীতির ভিত্তিতে।

৬. এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হল কোনও আইনি কার্যধারার পক্ষগুলি যাতে মামলাটি করার জন্য এক্স-ডেবিটো জাস্টিটিয়ার অধিকারী হয় তা নিশ্চিত করা। তাদের বিরুদ্ধে একটি বোধগম্য আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে তারা করতে পারে ৯ মামলার মুখোমুখি হতে বিব্রত হবেন না।"

৩০. অভিযোগপত্রে করা অভিমতগুলি দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ আদেশের ১৬ নম্বর বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বলে ইঙ্গিত করার মতো কোনও কিছুর অভাবে, বিদ্বান বিচার আদালতের প্রত্যাখ্যান করার যথেষ্ট কারণ ছিল প্রার্থনা।

৩১. মামলাটি ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য। বাদী নং ২ ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন এবং ট্রাস্টিদের অনুপস্থিতিতে মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয়। দেওয়ানী কার্যবিধি আদেশ ১ নিয়ম ১০-এ বলা হয়েছে আদালত পক্ষগণকে বরখাস্ত বা যুক্ত করতে পারেঃ-

আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে, উভয় পক্ষের আবেদনের উপর বা ছাড়াই, এবং আদালতের কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হওয়া মেয়াদে, আদেশ দিতে পারে যে বাদী বা বিবাদী হিসাবে যে কোনও পক্ষের নাম অনুপযুক্তভাবে যুক্ত হয়েছে, এবং যে কোনও ব্যক্তির নাম, সে বাদী বা বিবাদী হিসাবেই হোক, বা আদালতের সামনে যার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হতে পারে, যাতে আদালত কার্যকরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্ত মামলার রায় দিতে এবং নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয় মামলার সাথে জড়িত প্রশ্নগুলি যোগ করা হবে।

৩২. অতএব, আদালতকে এমন কোনও পক্ষের নাম বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যিনি অনুপযুক্তভাবে যোগদান করেছেন, বা আবেদনের ভিত্তিতে বা আবেদন ছাড়াই প্রয়োজনীয় পক্ষ নন, তবে পূর্বশর্তটি হল আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে আইনের কার্যকর ও সম্পূর্ণ বিচারের জন্য দলের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। আদেশ ১-এর নিয়ম ১০-এর উপ-বিধি ২-এ বলা হয়েছে যে প্রয়োজনীয় পক্ষগুলি এমন ব্যক্তিরা যাদের যথাযথ মামলা গঠনের জন্য মামলা হিসাবে দল হিসাবে যোগদান করা উচিত ছিল যাদের ছাড়া কোনও প্রতিকার পাস করা যায় না। একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি (১) তার বিরুদ্ধে কিছু স্বস্তির অধিকার অবশ্যই থাকে। (২) মামলাটির সাথে জড়িত সমস্ত প্রশ্নের কার্যকর ও সম্পূর্ণ বিচার এবং নিষ্পত্তি করতে আদালতকে সক্ষম করার জন্য তার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হওয়া উচিত।

৩৩. যেমন আমি ইঙ্গিত করেছি যে বর্তমান মামলাটি ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা এবং বাদী নং ২-এর যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। সম্পত্তি, তার নাম বাদ দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অতএব,

বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট বাদী নং ২ সমীর কুমার সাহানার নাম বাতিল করার আবেদনকারীর আবেদন মেনে না নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও এক্তিয়ারগত ত্রুটি করেছে বলে বলা যায় না।

৩৪. উপযুক্ত আদালত থেকে ঘোষণা না করে কোনও ব্যক্তিকে পাগল বলা যায় না।

৩৫. বিবাদীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, বাদী নং ২ মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তিনি তাঁর স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট যোগ্য নন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আদালত বিষয়টির জন্য বা সংখ্যালঘু বা মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক দুর্বলতার কারণে তাঁর স্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য লোক পিতামাতার ভূমিকা পালন করে।

৩৬. অসুস্থ মনের ব্যক্তি হিসাবে বাদীর অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টিতে সন্তুষ্টির জন্য XXXII আদেশের বিধান আহ্বান করা আবশ্যক।

এই পর্যায়ে বাদী নং ২-এর মানসিক অবস্থা প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কোনও নথির অনুপস্থিতিতে বাদী নং ২-কে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা অযৌক্তিক অনুমান হবে।

৩৭. বারে বলা হয় যে, এখনও সাক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়নি। সেই ক্ষেত্রে মাননীয় ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়, সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ ১০-এর অধীনে মামলার প্রথম শুনানি করার জন্য এবং সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ ১০-এর নিয়ম ২-এর আলোকে বাদী নং ২-কে পরীক্ষা করার জন্য। তবে, মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট বাদী নং ২ ছাড়াও বাদী পক্ষের পক্ষ থেকে অন্য কোনও ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য স্বাধীন থাকবে। অভিযুক্ত আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা নেই।

৩৮. এই সংশোধনমূলক আবেদনটি অবশ্য বিনা মূল্যে নিষ্পত্তি করা হয়। বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

৩৯. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

৪০. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি যদি আবেদন করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly